

রুকইয়াহ

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সম্পাদনা

মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসউদ

ইফতা ও উলুমুল হাদীস

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

মন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড



শুরুর কথা

এক.

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে রুকইয়াহ বইটি এখন আপনার হাতে। বইটির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ২০১৮ সনের অক্টোবরে। এটি তৃতীয় প্রকাশ।

সত্যি বলতে বইটি লেখার ব্যাপারে আমার না বিশেষ পরিকল্পনা ছিল, আর না বিশেষ কোনো যোগ্যতা। আল্লাহর অনুগ্রহেই কাজটা হয়েছে, আর যখন যেরকম সহায়তা প্রয়োজন, আল্লাহ তাআলাই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রশংসা শুধুই আল্লাহর!

রুকইয়াহ শারইয়ার গুরুত্ব নিয়ে বইয়ের ভেতর আলোচনা হয়েছে, তাই সে প্রসঙ্গে এখানে আর না বলি। তবে একটা বিষয় কী, যখন দেখতাম জিন-শয়তানেরা মানুষকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলছে, মানুষ তাদের ভয়ে রাতে চোখ বুজতে পারছে না, জীবন থেকেও নিরাশ হয়ে যাচ্ছে; অপরদিকে মানুষ-শয়তান তথা কবিরাজ-জাদুকরগুলো আল্লাহর জমিনে ইচ্ছামতো শয়তানি করে যাচ্ছে, এদের জন্য কারও ঘর ভাঙছে, কেউ বছরের পর বছর অসুস্থ হয়ে থাকছে, কারও বারবার মিসক্যারেজ হচ্ছে, প্রচণ্ড মেধাবীর সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু এত কিছুই পরেও কবিরাজদেরকে কেউ কিছুই বলছে না। তাদের কুফরি-শিরকি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছে না। সাধারণ মানুষ তো বটেই, সামান্য কিছু হলে মাদরাসাপড়ুয়ারা পর্যন্ত কাফির তান্ত্রিক-কবিরাজের দরজায় ধরনা দিচ্ছে, পুরো সমাজ অবচেতন মনে এই শয়তানগুলোকে বসিয়ে রাখছে খোদার আসনে। আল্লাহর পানাহ! আমি তখন এই বিষয়গুলো মানতে পারতাম না, হিসাব মিলত না, এমন কেন হবে?

আরও খারাপ লাগত, যখন দেখতাম ভুক্তভোগীরা সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। অথবা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কবিরাজদের দরজায় ঘুরে ঘুরে দুনিয়া-আখিরাত সব নষ্ট করছে। এগুলো আমার কাছে মনুষ্যত্বের অবমাননা মনে হতো। অনুভব করতাম—এখানে অন্য কিছু হওয়া উচিত, যা হচ্ছে না।

যা হোক, আল্লাহর শোকর! দেরিতে হলেও আমাদের দেশে রুকইয়াহ শারইয়াহ নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু হয়েছে। এখন অনেকেই রুকইয়াহ বিষয়ে জানছে, অবস্থা পালটাচ্ছে। ইসলামসম্মত স্প্রিচ্যুয়াল হিলিং দিনদিন জনপ্রিয় ও সহজলভ্য হচ্ছে। তবে আমাদের এতটুকুতে সন্তুষ্ট হলে চলবে না। শয়তান বসে নেই, আমাদেরও বসে থাকা যাবে না; সচেতন মানুষের সংখ্যা হাজার থেকে লাখে, লাখ থেকে কোটিতে নিয়ে যেতে হবে। আর সত্যি বলতে, জিন-জাদুর সমস্যাগুলো সমাজে মহামারির মতো ছড়িয়ে আছে, অথচ সমাধান মাত্র গুটিকয়েক মানুষের হাতে বন্দি থাকবে—এমনটা হওয়ার কথা না। যেই জিনিসের প্রয়োজন বেশি, তার লভ্যতাও সহজ হওয়া উচিত।

এই গ্রন্থে আমরা সেলফ রুকইয়াহ তথা প্রফেশনাল কারও সহায়তা ছাড়া, নিজেই নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য রুকইয়াহ করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেছি এবং সেভাবেই সব অধ্যায়গুলো সাজিয়েছি। আমার জানামতে যা প্রচলিত অন্য কোনো গ্রন্থে করা হয়নি। তবে হ্যাঁ! এর পাশাপাশি প্রফেশনাল রাকীদের জন্যও এটা উপকারী গাইডবুকের কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

দুই.

রুকইয়াহ শারইয়ার কাজটি এতদূর আসা এবং এতদিন এই মেহনতে লেগে থাকার পেছনে আমার অনেক উস্তাদ, সহপাঠী ও বড় ভাইদের অবদান আছে। সবার নাম বলা তো সম্ভব না, আল্লাহ প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দিন। বিশেষত রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপ সংশ্লিষ্ট ভাই-বোনরা, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাদেরকে রহমতের চাদরে ঢেকে রাখুন। আর এই বইয়ের সম্পাদকদ্বয়—মুফতি আলী হাসান এবং মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসউদ (হাফিয়াহুমালাহ)—উভয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, আল্লাহ উনাদেরকেও উত্তম জাযা দিক। ইখলাসের সাথে যারা এ দেশে রুকইয়াহ শারইয়াহ নিয়ে কাজ করছেন, আগামীতে করবেন, আল্লাহ যেন সবার ওপর রহমত নাযিল করেন। প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন, সব ধরনের শয়তানি চক্রান্ত আর বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত করেন।

জানিয়ে রাখা ভালো, এই বইয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর বিরাট একাংশ জেনেছি উস্তাদ মুহাম্মাদ তিমের প্রবন্ধ, দরস এবং ওয়ার্কশপের আলোচনা থেকে। আরেকটি অংশ পেয়েছি শাইখ ওয়াহিদ আবদুস সালামের কয়েকটি বই ও আলোচনা থেকে (গ্রন্থের শেষে বইগুলোর নাম বলা হয়েছে)। এ ছাড়া ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতা তো আছেই, আমার দুজন শাইখ মুফতি কেফায়াতুল্লাহ (হাফিয়াহুমালাহ)

এবং হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী (রহিমাতুল্লাহ)-এর হাদীসের দরসও এ ক্ষেত্রে অনেক উপকারী হয়েছে। আল্লাহ উনাদের দ্বারা আমাদেরকে আরও উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

তিন. যোগাযোগ প্রসঙ্গে কিছু বিষয় বলে রাখা প্রয়োজন

প্রথমবার বই প্রকাশের পর আমার পরিচিত অনেকে যে সমস্যায় পড়েছেন, অনেক পাঠক আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা বা ফোন নম্বরের জন্য পীড়াপীড়ি করেছেন। সত্যি বলতে আমার একার পক্ষে এতজনকে হেল্প করার সাধ্য নেই। আর অধিকাংশের তেমন কোনো প্রয়োজনও নেই! আগামীতে কেউ এসব না করলেই ভালো হয়।

এই বইয়ে রুকইয়াহ বিষয়ে যা আছে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে সেগুলো অনুসরণ করতে থাকুন। বেশির ভাগ মানুষের জন্য এটাই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। আর একান্তই পরামর্শের দরকার হলে রুকইয়াহ শারইয়াহ নিয়ে আলোচনা এবং একে অপরকে সহায়তার জন্য আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে ‘রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপ – Ruqyah Support BD’; সেখানে আপনার সমস্যা বা অবস্থার আপডেট লিখে পোস্ট করতে পারেন।^[১]

আর রুকইয়াহ সাপোর্ট বিডি'র একটি ওয়েবসাইটও রয়েছে, যেখানে রুকইয়াহ বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, রুকইয়ার অডিও, ভিডিও, পিডিএফ, অ্যাপস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাওয়া যাবে।^[২]

চার. বইটি কীভাবে পড়বেন?

১. মানুষ-শয়তান এবং জিন-শয়তানের ভয় আপনার মন থেকে এখনই বের করে ফেলুন। মনে রাখবেন, আমরা আল্লাহর বান্দা, আর আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

২. এই সমাজে কুফরি জাদু যেহেতু খুবই সহজলভ্য, তাই আপনার উচিত হলো এখন থেকেই নিজের হেফাজতের জন্য প্রতিদিনের মাসনুন আমল ও যিকির-আযকার নিয়মিত পালন করা। মাঝে মাঝে রুকইয়ার গোসল করা। যাতে বিভিন্ন ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন, আর সমস্যা হলেও সেটা বেড়ে ওঠার

[১] সাপোর্ট গ্রুপের লিংক- facebook.com/groups/ruqyahbd অথবা ruqyahbd.org/fb

[২] ওয়েবসাইটের ঠিকানা- www.ruqyahbd.org

আগেই চিকিৎসা করতে পারেন।

৩. এই বইয়ের বেশির ভাগ আলোচনা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়ে নেয়া হয়েছে। পরের অধ্যায়গুলোর আলোচনা অনেকাংশেই পূর্বের কোনো অধ্যায়ের ওপর নির্ভরশীল। তাই শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে না পড়ে, মাঝ থেকে পড়লে অনেকেই অনেক কিছু বুঝবেন না। বিষয়টা খেয়াল রাখা উচিত।

৪. আরেকটা বিষয়, এই বইয়ে যা পড়বেন, মাঝেমাঝে সেটা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করুন। একেকটা অধ্যায় পড়ার পর সম্ভব হলে সোশ্যাল মিডিয়া বা ব্লগের মাধ্যমে খাতায় সারাংশ লেখার চেষ্টা করুন। আপনার যদি সুযোগ থাকে, তাহলে পড়ুন আর আমলের চেষ্টা করুন। গতানুগতিক আর দশটা বইয়ের মতো শুধু পড়ে পড়ে এই বইটি শেষ করে দিলে হয়তো খুব বেশি ফায়দা হবে না। সাধারণ পাঠক হলে এটা সাধারণ পরামর্শ, আর এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চাইলে এটাকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করুন।

৫. এই প্যারানরমাল বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকলে অনেকে একধরনের ওয়াসওয়াসায় ভোগে, তখন যেকোনো সমস্যার সাথেই জিন-ভূতের কানেকশন অথবা জাদুর গন্ধ খুঁজে পায়। ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান এই প্রবণতা থেকে বহু ক্রোশ দূরে, তাই এই ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। এটাকে হাস্যরসের বিষয় বানাবেন না। প্রয়োজনে এসব থেকে কিছু দিন ছুটি নিয়ে অন্য কাজে সময় দেবেন।

৬. অকারণে ঝুঁকি নিতে যাবেন না। যা বুঝবেন না, তা করতে যাবেন না। বিষয়গুলো সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে—তার মানে এই না যে, সব সময় পরিস্থিতি আপনার জন্য সহজই হবে।

৭. এমন পরিস্থিতিতে যদি পড়েন, কী করতে হবে কিছুই বুঝতে পারছেন না। এই বইয়ে উল্লেখিত সব পদ্ধতি অনুসরণ করা শেষ, কিংবা ওই পরিস্থিতিতে কী করতে হবে—সে ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি, তাহলে নফল বা তাহাজ্জুদ নামাজে দাঁড়িয়ে যান, আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, খুব বেশি বেশি ইস্তিগফার এবং দুআ করুন। আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন...।

পাঁচ.

প্রথমবার বইটি প্রকাশের পর থেকে কিছু বিষয় পরিবর্তন হয়েছে। যেমন বিভিন্ন অংশে, বিশেষত জাদু-সংক্রান্ত আলোচনায় কিছু পুনরাবৃত্তি ছিল, সেসব ঠিক করেছি। ওয়াসওয়াসার আলোচনাটা টেলে সাজিয়েছি, সেখানে কিছু অংশ বাদ

দিতে হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে উদাহরণ হিসেবে দেয়া পূর্বের কিছু ঘটনা বাদ দিয়েছি, আর কিছু নতুন যুক্ত করেছি। কিছু উদ্ধৃতি ও নুসুস পরে যুক্ত করেছি, মুদ্রণপ্রমাদ কমানোর চেষ্টা করেছি। আর মাঝেমাঝে ছোটখাটো সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। আল্লাহ যতদিন হায়াতে রেখেছেন, ইনশাআল্লাহ এই সংশোধনের ধারা চলতে থাকবে।

হাদীসের রেফারেন্সের ক্ষেত্রে এখানে ইসলামওয়েব লাইব্রেরির হাদীস নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বাংলা কিছু অনুবাদের সাথে নাম্বার না-ও মিলতে পারে। আর এই গ্রন্থে দু'আর বাংলা উচ্চারণ দিতে আমরা আগ্রহী ছিলাম না, কারণ এভাবে অর্থ বিকৃতির ভয় থাকে। কিন্তু অনেকের অনুরোধে তা দিতে হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে ছকবাঁধা কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি; বরং আরবির ক্বফ, যাল, 'আইন কিংবা মাদের ক্ষেত্রে ব ফলা, উর্ধ্বকমা, দীর্ঘ-ঈ কার ইত্যাদির মাধ্যমে সঠিক উচ্চারণের কাছাকাছি নিতে চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অনুরোধ থাকবে, আপনি আরবি পড়তে শিখে আরবির মতো করেই পড়ুন। মুসলিম হিসেবেই আমাদের জন্য আরবি পড়তে শেখা দরকার।

আলাইহিসসালাম, রযিয়াল্লাহু আনহু, রহিমাহুল্লাহ এধরণের বহুলব্যবহৃত শব্দের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ﷺ, ﷺ, ﷺ ইত্যাদি গ্লিফ ব্যবহার করা হয়েছে।

আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সাধের সর্বোচ্চটা দিতে। তবুও মানুষের রচিত গ্রন্থ হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই কিছু ভুল থেকে যাবে। যদি এমন কিছু আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অবশ্যই জানাবেন।^[৩]

আর যে ভাই অথবা বোন এই বইটি পড়বেন, অনুগ্রহ করে আমার জন্য একটু আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। বেঁচে থাকলে যেন হিদায়াতের ওপর থাকি, আর মারা গেলে যেন আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হই।

আল্লাহ আমাদেরকে চিরকাল তাঁর সন্তুষ্টির ওপর থাকার তাওফিক দিন, আমিন।

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

[৩] ফেসবুকে- facebook.com/thealmahmud ইমেইলে- almahmudbd@yahoo.com



সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : রুকইয়াহ পরিচিতি (১৫-৭২)

রুকইয়াহ কী?	১৫
কেন এই রুকইয়াহ?	১৫
এই বইয়ে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা	১৬
তিন স্তরের রুকইয়াহ	১৭
রুকইয়াহ জায়েজ হওয়ার শর্ত	১৯
সুন্নাহসম্মত যত রুকইয়াহ	২০
রুকইয়াহ সাপ্লিমেন্টারি	২৯
▪ রুকইয়ার অডিও	৩৯
▪ রুকইয়ার গোসল	৪৪
অতি গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি বিষয়	৪৮
রুকইয়াহ শারইয়ার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা	৫৩
হাদীসে সাবউন এবং একটি সংশয় নিরসন	৫৯
যিনি রুকইয়াহ করবেন	৬৩
▪ একজন ভালো রাকীর বৈশিষ্ঠ্য	৬৩
রুকইয়ার প্রস্তুতি	৬৮
রুকইয়াহ করার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সামলানো	৭০

দ্বিতীয় অধ্যায় : বদনজর (৭৩-৯৮)

বদনজর পরিচিতি	৭৩
বদনজর বিষয়ে ইসলামি আকীদা	৭৪

কিভাবে বদনজর লাগে এবং কখন নজর লাগে না	৮৩
বদনজর থেকে বাঁচার উপায়	৮৪
বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ	৮৭
▪ জিনের নজরের বিশেষ কিছু লক্ষণ	৮৯
বদনজরের চিকিৎসা	৯০
বদনজর-সংক্রান্ত কিছু ঘটনা	৯৬

তৃতীয় অধ্যায় : জিনের স্পর্শ

(৯৯-১৫৫)

জিন আসর করার ব্যাপারে ইসলামি আকীদা	১০০
জিনের আসরের প্রকারভেদ	১১১
কেন মানুষের ওপর জিন আসর করে?	১১৪
কোন সময় মানুষ আক্রান্ত হয়?	১১৬
রুকইয়াহ করলে কি জিন ক্ষতি করবে?	১১৭
জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে করণীয়	১১৮
জিন-আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ	১২০
জিন আসরের চিকিৎসা	১২৩
▪ জিনের রোগীর জন্য রুকইয়াহ করার বিস্তারিত পদ্ধতি	১২৪
▪ চিকিৎসা-পরবর্তী পরামর্শ	১৩১
▪ জিনের সমস্যায় সেলফ রুকইয়াহ কিভাবে করবেন?	১৩২
জিনের চিকিৎসায় জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয়	১৩৩
রাত্রিতে জিনের সমস্যা	১৩৯
জিনের রোগীর রুকইয়াহ প্রসঙ্গে কয়েকটি বাস্তব ঘটনা	১৪২
বাড়িতে জিনের সমস্যা থাকলে করণীয়	১৪৮
▪ বাড়িকে নিরাপদ রাখার উপায়	১৫৪

চতুর্থ অধ্যায় : জাদুগ্রন্থ

(১৫৬-২২৫)

শুরুর কথা	১৫৬
জাদুটোনার ব্যাপারে ইসলামি আকীদা	১৫৬
জাদুর প্রকারভেদ	১৬৫

জাদুবিদ্যা অনুসরণকারী কবিরাজ চেনার কিছু লক্ষণ.....	১৬৯
জাদুর ক্ষতি থেকে বাঁচতে করণীয়.....	১৭২
জাদুর চিকিৎসা প্রসঙ্গে কিছু কথা.....	১৭৩
জাদুর জিনিসপত্র বা তাবিজ কিভাবে নষ্ট করবেন?.....	১৭৬
জাদুর সাধারণ রুকইয়াহ.....	১৭৯
বিয়ে ভাঙার জাদু.....	১৮৫
সম্পর্ক-বিচ্ছেদ ঘটানোর জাদু.....	১৮৯
আসক্ত বা বশ করার জাদু.....	১৯৩
পাগল বানানো বা মস্তিষ্ক বিকৃতির জাদু.....	১৯৯
অসুস্থ বানানো বা হত্যা করার জাদু.....	২০৪
ইস্তিহাযা বা অনিয়মিত শ্রাবের সমস্যা.....	২১১
সহবাসে অক্ষম করার জাদু.....	২১৬
গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জাদু.....	২১৯
অন্যান্য জাদুর প্রতিকার.....	২২৪

পঞ্চম অধ্যায় : ওয়াসওয়াসা রোগ..... (২২৬-২৪০)

শুরুর কথা.....	২২৬
ওয়াসওয়াসা রোগে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ.....	২২৭
কিভাবে ওয়াসওয়াসা রোগ কাটিয়ে উঠবেন?.....	২২৯
▪ আরও কিছু পরামর্শ.....	২৩০

ষষ্ঠ অধ্যায় : সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ..... (২৪১-২৫৩)

ব্যথার জন্য রুকইয়াহ.....	২৪২
ঘুমের সমস্যায় করণীয়.....	২৪৪
চোখের সমস্যার জন্য রুকইয়াহ.....	২৪৫
তোতলামির সমস্যায় করণীয়.....	২৪৫
শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি, সর্দিকাশি ইত্যাদির জন্য রুকইয়াহ.....	২৪৬
হাড়ক্ষয় রোগের জন্য রুকইয়াহ.....	২৪৭
অলসতা, ক্লান্তি, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদির জন্য রুকইয়াহ.....	২৪৮

মানসিক সমস্যার জন্য রুকইয়াহ.....	২৪৯
অন্যান্য সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ.....	২৫০

পরিশিষ্ট..... (২৫৪-২৭১)

শিশুদের জন্য যোভাবে রুকইয়াহ করবেন.....	২৫৪
আল-আশফিয়া : ৭ দিনের রুকইয়াহ ডিটক্স প্রোগ্রাম.....	২৫৬
সার্বজনীন পূর্ণ রুকইয়াহ প্রোগ্রাম.....	২৬১
শেষ দুটি প্রশ্ন.....	২৬৩
▪ সুস্থ হতে আমার এত দেরি লাগছে কেন?.....	২৬৩
▪ কিভাবে বুঝব আমার রুকইয়াহ শেষ?.....	২৬৮
কিছু প্রাসঙ্গিক বইপুস্তক.....	২৭০

সপ্তম অধ্যায় : প্রয়োজনীয় আয়াত ও দুআ.... (২৭২-৩০৩)

মাসনুন আমল.....	২৭২
▪ সকাল সন্ধ্যার আমল.....	২৭৪
▪ ঘুমানোর সময়ের আমল.....	২৭৭
▪ অন্যান্য সময়ের আমল.....	২৮০
রুকইয়ার সাধারণ আয়াতের তালিকা.....	২৮৩
রুকইয়ার প্রসিদ্ধ আয়াতসমূহ.....	২৮৪
আয়াতুল শিফা.....	২৯৩
আয়াতুল হারক.....	২৯৪
রুকইয়ার উপযোগী কিছু দুআ.....	২৯৯



প্রথম অধ্যায়

রুকইয়াহ পরিচিতি

রুকইয়াহ কী?

আভিধানিক অর্থে রুকইয়াহ মানে ঝাড়ফুক, মন্ত্র, সম্মোহন, জাদু, তাবিজ, কবচ ইত্যাদি। ব্যবহারিক অর্থে রুকইয়াহ শব্দটি দ্বারা সাধারণত ঝাড়ফুক বোঝানো হয়। মন্ত্র বোঝাতেও আরবিতে রুকইয়াহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মন্ত্র মানে হচ্ছে, বিশেষ কিছু অর্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে কিছু শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা কিংবা আবৃত্তি করে ফুঁ দেয়া—যার ফলে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রুকইয়ার আভিধানিক পরিচয়ের মধ্যে শারঈ ঝাড়ফুক যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনই কুফরি জাদুবিদ্যার মন্ত্রপাঠও অন্তর্ভুক্ত।

শরীয়তের পরিভাষায় রুকইয়াহ শব্দটি একটু ভিন্নমাত্রায় ব্যবহার করা হয়। কোনো ব্যক্তি যখন কুরআনের আয়াত, দুআ কিংবা আল্লাহর কোনো নাম বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে—যেমন, নিজের বা অন্যের সুস্থতার জন্য কিংবা কোনো বিপদ থেকে মুক্তির জন্য—একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাহায্য চেয়ে পাঠ করে, পরিভাষায় সেটাকে ‘রুকইয়াহ’ বলা হয়।

উল্লেখ্য, রুকইয়াহ শারইয়াহ-এর সংজ্ঞাও এটাই।

কেন এই রুকইয়াহ?

শারীরিক, মানসিক, অতিপ্রাকৃতিক এবং আত্মিক রোগের জন্য রুকইয়াহ করা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে সেই রোগের চিকিৎসা থাকুক কিংবা না থাকুক, সর্বাবস্থায় যেকোনো রোগের জন্য রুকইয়াহ করা যায়। রুকইয়াহ মনের আশা পূরণের জন্য কোনো জাদুমন্ত্র নয়। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হওয়ার জন্য

কিংবা দ্রুত বিয়ে হওয়ার জন্য এটা কোনো তদবির নয়। রুকইয়াহ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা বা ব্যবসায় উন্নতি করার ওয়াফাও নয়। বরং এটা একটা চিকিৎসা-পদ্ধতি মাত্র, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

এই বইয়ে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা

সেলফ রুকইয়াহ : পেশাদার কোনো রাকীর সহায়তা ছাড়া নিজেই নিজের জন্য বা নিজের পরিবারের জন্য রুকইয়াহ করা।

রাকী : যিনি পেশাদারভাবে আম মানুষদের জন্য রুকইয়াহ করেন।

কারি : যিনি কুরআন তিলাওয়াত করেন।

আয়াতুল কুরসি : সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত।

আয়াতুল হারক : যেসব আয়াতে কবরের আযাব, অপরাধের শাস্তি, জাহান্নামের আগুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর গযব নিয়ে বলা হয়েছে।

আয়াতুশ শিফা : যেসব আয়াতে সুস্থতার কথা বলা হয়েছে। প্রসিদ্ধ আয়াতুশ শিফার সংখ্যা ৬টি। যথা : সূরা তাওবার ১৪ নং, সূরা ইউনুসের ৫৭ নং, সূরা নাহলের ৬৯ নং, সূরা বনী ইসরাইলের ৮২ নং, সূরা শুআরার ৮০ নং ও সূরা হা-মীম আস-সাজদার ৪৪ নং আয়াত।

সিহরের আয়াত : ‘সিহর’ অর্থ জাদু। যেসব আয়াতে জাদুর কথা উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোর সবই সিহরের আয়াত। তবে আমাদের সহজার্থে সূরা আরাফের ১১৭-১২২ নং, সূরা ইউনুসের ৮১-৮২ নং এবং সূরা ত্বহার ৬৯ নং আয়াত পড়তে পারি।

তিন কুল : সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস।

চার কুল : সূরা কাফিরুন এবং তিন কুল।

আট সূরা : সূরা ইয়াসিন, সফফাত, দুখান, জিন, যিলযাল এবং তিন কুল।

কমন রুকইয়ার অডিও : রুকইয়ার প্রসিদ্ধ আয়াতগুলোর অডিও রেকর্ড।

তিন স্তরের রুকইয়াহ

রুকইয়াহ শারইয়ার ক্ষেত্রে যা কিছু পাঠ করা হয়, সেগুলোকে আমরা তিন স্তরে ভাগ করতে পারি। যথা : ১. সর্বোত্তম, ২. উত্তম, ৩. বৈধ।

আমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে এর আগে জেনে রাখা ভালো, আপনাকে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটা ক্যাটাগরি থেকেই পড়তে হবে— এমনটা জরুরি নয়। আপনি চাইলে উল্লেখিত সর্বপ্রকারের আয়াত এবং দুআ থেকে পড়তে পারেন, অথবা চাইলে যেকোনো এক প্রকারের রুকইয়াহ থেকে পড়তে পারেন। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, শুধু মাসনুন রুকইয়াহগুলো বারবার পড়ে দীর্ঘক্ষণ রুকইয়াহ করলে তুলনামূলক বেশি উপকার হয়, আর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম হয়।

আরেকটি কথা, ‘সাধারণ রুকইয়ার আয়াত’ বলতে যে আয়াতগুলো আমরা বুঝি, সেটা নিচে উল্লেখিত প্রথম দুই ভাগের রুকইয়াহ দিয়ে সাজানো হয়েছে।

১. সর্বোত্তম এবং মাসনুন রুকইয়াহ

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, জিবরীল عليه السلام ও সাহাবায়ে কেলাম عليهم السلام যেসব দুআ ও আয়াত দ্বারা রুকইয়াহ করেছেন। যেমন :

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ إِشْفِيهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ
شِفَاءَ لَا يُعَادِرُ سَقْمًا

সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস প্রভৃতি।

খ. যেসব আয়াত ও দুআ শয়তান থেকে নিরাপদ থাকতে, বিপদ থেকে বাঁচতে, কিংবা সুস্থতার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েছেন অথবা কাউকে পড়তে বলেছেন। যেমন : সম্পূর্ণ সূরা বাকারা, আয়াতুল কুরসি, সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন দুআসমূহ।

গ. কুরআনুল কারীম অথবা বিশুদ্ধ সূত্রে হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য নবিগণের দুআ। যেমন :

হযরত আইয়ুব عليه السلام-এর দুআ—

رَبِّ أَنْتَ مَسْنِي الصَّمُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

হযরত মূসা عليه السلام-এর দুআ—

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হযরত ইবরাহীম عليه السلام-এর দুআ—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَةٍ

২. উত্তম রুকইয়াহ

কুরআনুল কারীমের যেসকল আয়াত আক্রান্ত ব্যক্তির সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মাসনুন রুকইয়ার পর তুলনামূলকভাবে এ সকল আয়াত অন্যান্য আয়াতের চেয়ে অধিক উপকারী। উদাহরণস্বরূপ বললে, যে আয়াতে জাদুর কথা আছে—সেটা জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য, যে আয়াতে জিন বা শয়তানের কথা আছে—সেটা জিনের রোগীর জন্য এবং যে আয়াতে হিংসা ও নজরের কথা আছে—সেটা বদনজরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য অধিক উপকারী। যেমন :

জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সূরা আরাফের ১১৭-১২২ নং, সূরা ইউনুসের ৮১-৮২ নং এবং সূরা ত্বহার ৬৯ নং আয়াত।

জিন-সংক্রান্ত সমস্যার জন্য সূরা বাকারার ১০২ নং, সূরা সফফাতের ১-১০ নং এবং সূরা জিনের ১-৯ নং আয়াত।

বদনজর-আক্রান্তের জন্য সূরা ইউসুফের ৬৭ নং, সূরা কাহফের ২৯ নং এবং সূরা রুকনামের শেষ ২টি আয়াত।

হাড়ক্ষয় রোগের চিকিৎসায় সূরা ইয়াসিনের ৭৮-৭৯ নং এবং সূরা কিয়ামার ৩ ও ৪ নং আয়াত ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী আলিমদের মাঝে এ ধরনের রুকইয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল, এখনো আছে। এসব আয়াত পাঠ করে রুকইয়াহ করার সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত রুকইয়াহ-সমূহের অনুরূপ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। তাই এটা উত্তম রুকইয়াহ।

৩. বৈধ রুকইয়াহ

এ ছাড়া আপনি কুরআনুল কারীমের অন্য যেকোনো আয়াত, সালাফদের থেকে গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত যেকোনো দুআ দিয়েও রুকইয়াহ করতে পারেন। এসবের

পাশাপাশি রুকইয়ার সময় নিজের প্রয়োজনমতো কোনো দুআও করতে পারেন।
যেমন : প্রসিদ্ধ কিছু দুআ হচ্ছে—

اَللّٰهُمَّ اَبْطِلْ كُلَّ سِحْرٍ اَيْنَبَا كَانَتْ وَكَيْفَ مَا كَانَتْ

অর্থ : হে আল্লাহ, সব জাদুটোনা ধ্বংস করে দিন—তা যেখানেই থাকুক,
যেভাবেই থাকুক।

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلِ الشِّفَاءَ وَاَرْفَعْ كُلَّ الدَّاءِ

অর্থ : হে আল্লাহ, সুস্থতা নাযিল করুন এবং সব রোগ-ব্যাদি উঠিয়ে নিন।

শরীয়তের বিধানের সীমারেখা লঙ্ঘন না করলে ওপরের সবগুলোই জায়েজ, আর সবগুলোই রুকইয়াহ শারইয়ার মধ্যে গণ্য হবে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

রুকইয়াহ জায়েজ হওয়ার শর্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اِعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ

‘তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমাকে দেখাও; রুকইয়াতে যদি শিরক না থাকে, তাহলে সমস্যা নেই।’^[৪]

এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে ফুকাহাগণ বলেন, রুকইয়াহ বা ঝাড়ফুঁক জায়েজ হওয়ার জন্য ৩টি শর্ত পূরণ করা আবশ্যিক; আর আলিমদের মতে বিষয়টি ইজমার অন্তর্ভুক্ত। যথা :

(যা পড়বে বা করবে) এতে কোনো শিরক বা কুফরের মিশ্রণ না থাকা। দোয়া-কালাম দ্বারা শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া।

এখানে পাঠ করা জিনিসগুলো স্পষ্ট আরবি ভাষায় হওয়া। যদি অন্য ভাষায় হয়, তবে এর অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝা যাওয়া।

বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই সুস্থ করেন। ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব শক্তি নেই কাউকে সুস্থ করার; বরং আল্লাহ চাইলে সুস্থ হবে।^[৫]

[৪] সহিহ মুসলিম : ৪০৭৯।

[৫] ফাতওয়ায়ে শামী : ৬/৩৬৩; বাইহাকি : ৩/৩৫১; ফাতহুল বারি : ১০/২০৬।

খেয়াল করার বিষয় হলো, রুকইয়ার মাঝে প্রয়োগকৃত সকল পদ্ধতি সরাসরি হাদীসে বর্ণিত—এমন ধারণা করার সুযোগ নেই। আর এটি জরুরিও নয়। কারণ এটি একপ্রকার চিকিৎসা, যা অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। তবে মোটাদাগে এতে যে নীতির প্রতি লক্ষ রাখা হয়—তা হলো, কোনো পদ্ধতিই যাতে কুরআন-সুন্নাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়; আর এমন কোনো অস্পষ্ট বিষয় যেন না থাকে, যার ভালোমন্দ যাচাই করা অসম্ভব।^[১] মূলত যারা একে ‘শারঈ চিকিৎসা’ বলেন, তারা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলেন।

সুন্নাহসম্মত যত রুকইয়াহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীরা আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মুক্তি ও সফলতার জন্য তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য। তাই এবার আমরা রুকইয়ার কিছু পদ্ধতি দেখব—যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকেই পাওয়া যায়।

তবে সতর্কতাস্বরূপ একটা বিষয় প্রথমেই বলে নেয়া উচিত। এখানে রুকইয়ার যেসব পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হবে, এর মধ্যে যেগুলোতে রোগীকে স্পর্শ করার কথা এসেছে, সেগুলো সাধারণভাবে গাইরে মাহরামদের ওপর রুকইয়াহ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গাইরে মাহরামদের ক্ষেত্রে এমন কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যা-তে তাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে না। যেমন : শুধু কুরআন থেকে তিলাওয়াত করা কিংবা তিলাওয়াত করে ফুঁ দেয়া প্রভৃতি।

১. দুআ, আল্লাহর নাম অথবা কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা। (কোনো ফুঁ দেয়া বা স্পর্শ করা ব্যতীত)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ جَبْرِيلَ أتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ : اسْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : بِاسْمِ اللهِ أَرْفِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ ، اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ

[১] ইমাম মুহাম্মাদ رضي الله عنه বলেছেন:

لا بأس بالرفي بما كان في القرآن و ما كان من ذكر الله ، فأما ما كان لا يعرف من الكلام فلا ينبغي أن يرفي به
 অর্থ : কুরআনের আয়াত ও আল্লাহর যিকির দ্বারা ঝাড়ফুক করতে সমস্যা নেই। তবে যার অর্থ অস্পষ্ট, তা দিয়ে ঝাড়ফুক করা নিষেধ (কেননা তা শিরকমুক্ত কি না জানা নেই)। (মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, ৩৭৩-৩৭৪ পৃ.)

اللَّهُ أَزْقِيكَ

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরি رضي الله عنه বর্ণনা করেন, জিবরীল عليه السلام রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ, আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ তখন জিবরীল عليه السلام বললেন,

بِاسْمِ اللَّهِ أَزْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ
اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَزْقِيكَ،

‘আমি আপনাকে আল্লাহর নামে রুকইয়াহ করছি, সেসব জিনিস থেকে—যা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে। সকল প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসূকের বদনজর থেকে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন; আমি আল্লাহর নামে রুকইয়াহ করছি।’^[৭]

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ
يَا أَبَا حَمَزَةَ اشْتَكَيْتُ فَقَالَ أَنَسٌ أَلَا أَزْقِيكَ بِرُفْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبِ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ
الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

অর্থ : আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং সাবিত একবার আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه-এর নিকট যাই। সাবিত বললেন, ‘হে আবু হামযা, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।’ তখন আনাস رضي الله عنه বললেন, ‘আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুকইয়াহ দিয়ে রুকইয়াহ করব না?’ তিনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই!’ তখন আনাস رضي الله عنه বললেন,

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبِ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً
لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

‘হে আল্লাহ, হে মানুষের রব, হে ব্যথা নিবারণকারী, আপনি আরোগ্য দান করুন। আপনিই তো আরোগ্যদাতা। আপনি ব্যতীত আর কোনো আরোগ্য দানকারী নেই। এমন আরোগ্য দিন, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না।’^[৮]

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা বাকারা পড়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন—

[৭] মুসলিম : ৪০৬৩।

[৮] বুখারি : ৫৪১০।

حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ... افْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَحْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَّغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحْرَةُ

অর্থ : আবু উমামা বাহিলি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা সূরা বাকারা তিলাওয়াত করো। কেননা, তা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা বরকতের এবং ছেড়ে দেয়া আফসোসের। আর বাতিলরা তার সাথে পেরে ওঠে না।’ বর্ণনাকারী মুয়াবিয়া رضي الله عنه বলেন, ‘আমার নিকট পৌঁছেছে, এখানে বাতিল অর্থ জাদুকর।’^[৯]

জিন, জাদু এবং ওয়াসওয়াসা-আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়মিত সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা খুব উপকারী।

২. তিলাওয়াত করার পর ফুঁ দেয়া।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أُتْرَ ضَرْبَةَ فِي سَاقِي سَلَمَةَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ أَصَابَتْنِي يَوْمَ حَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَأَتَيْتُ بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَّتَ فِي ثَلَاثِ نَفَثَاتٍ فَمَا اسْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ

অর্থ : ইয়াযিদ ইবনু আবু উবাইদা رضي الله عنه-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি সালামা رضي الله عنه-এর পায়ের গোছায় একটি ক্ষত চিহ্ন দেখে বললাম, ‘এটা কী?’ তিনি বলেন, ‘খায়বার যুদ্ধে এখানে আঘাত পেয়েছিলাম। লোকেরা বলতে লাগল, সালামা মরে যাচ্ছে। এরপর আমাকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নেয়া হলে তিনি আমার ক্ষতস্থানে তিন বার ফুঁ দিলেন। যার ফলে আজ পর্যন্ত আমি সেখানে কোনোপ্রকার ব্যথা অনুভব করিনি।’^[১০]

৩. রোগীর মাথায় অথবা আক্রান্ত অঙ্গে হাত রেখে তিলাওয়াত করা।

عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي التَّنْفِييِّ ، أَنَّهُ شَكَأَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أُسْلِمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ

[৯] মুসলিম : ১৩৩৭।

[১০] বুখারি : ৩৪৬৯।

بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا
أَجِدُ وَأُحَادِرُ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي ، فَلَمْ أَزَلْ أَمُرُّ
، بِهِ أَهْلِي ، وَغَيْرَهُمْ

অর্থ : উসমান ইবনু আবিল আস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার শরীরের একধরনের ব্যথার ব্যাপারে বললেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণ করার সময় থেকে অনুভব করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন,

‘তোমার শরীরের যে জায়গায় ব্যথা হয়, তার ওপর তোমার হাত রেখে তিন বার বলবে,

بِسْمِ اللَّهِ (বিসমিল্লাহ)

এবং সাত বার বলবে,

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَادِرُ

আমি আল্লাহর সম্মান এবং তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমি অনুভব করি এবং যা আশঙ্কা করি, তার অকল্যাণ থেকে।^[১১]

৪. পড়ার পরে হাতে ফুঁ দিয়ে আক্রান্ত স্থানে বা পুরো শরীরে হাত বুলিয়ে নেয়া।

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا
اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا

অর্থ : আয়িশা رضي الله عنها-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো ব্যথা অনুভব করলে নিজেই ‘মুআওয়যাত’ সূরাগুলো (অর্থাৎ সূরা নাস ও ফালাক) পড়ে ফুঁ দিতেন। ব্যথা বৃদ্ধি পেলে আমি সেগুলো পড়ে তাঁর হাতে ফুঁ দিয়ে ব্যথার স্থানে বুলিয়ে দিতাম বরকত লাভের আশায়।^[১২]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে যেহেতু বরকত আছে, তাই নিজের হাত বোলানোর বদলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

[১১] মুসলিম : ৪০৮৯; তিরমিযি : ২০০৬।

[১২] আবু দাউদ : ৩৯০২।

হাতে ফুঁ দিয়ে সেটা ব্যথার জায়গায় বুলিয়ে দিতেন। বুখারিতে এই হাদীসের সাথে আরেকটু বর্ধিত হয়েছে,

فَسَأَلْتُ الرَّهْرِيَّ كَيْفَ يَنْفِثُ قَالَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا
وَجْهَهُ

...যুহরী رضي الله عنه কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে ফুঁ দিতেন? তিনি বললেন, দুই হাতে ফুঁ দিতেন, এরপর চেহরায় হাত বুলিয়ে নিতেন।^[১৩]

৫. ফুঁ দেয়া ছাড়াই আক্রান্ত স্থানে কেবল হাত বোলানো।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ
بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهَبِ
النَّاسِ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ
سَقَمًا

অর্থ : হযরত আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারের অসুস্থদের ওপর ঝাড়ফুক করতেন এভাবে : দান হাত বুলিয়ে দিতেন আর পড়তেন, ‘হে আল্লাহ, মানুষের পালনকর্তা, আপনি যন্ত্রণা নিবারণ করুন। তাকে সুস্থতা দান করুন। আপনিই তো সুস্থতা প্রদানকারী। আপনার প্রদত্ত সুস্থতাই প্রকৃত সুস্থতা। এমন সুস্থতা দান করুন, যাতে কোনো রোগই আর অবশিষ্ট না থাকে।’^[১৪]

৬. ওষুধ, পানি, লবণ, মাটি অথবা এরকম কিছুতে রুকইয়াহ করে সেটা ব্যবহার করা।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَدَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي ،
فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ ، لَا تَدْعُ مُصَلِّيًا ، وَلَا عَيْرَهُ ، ثُمَّ دَعَا
بِمَاءٍ وَمِلْحٍ ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا ، وَيَقْرَأُ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَقُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

অর্থ : আলি رضي الله عنه বর্ণনা করেন, একটি বিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[১৩] বুখারি : ৫৪০৩।

[১৪] বুখারি : ৫৩২৯।

সাল্লামকে নামাজরত অবস্থায় দংশন করল। নামাজ শেষ করে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা বিচ্ছুকে অভিশপ্ত করুন; এটা নামাজ কিংবা বেনামাজি—কাউকে ছাড় দেয় না।’ তারপর তিনি পানি আর লবণ আনতে বললেন এবং সূরা কাফিরুন, ফালাক, নাস পড়তে লাগলেন আর আহত স্থানে লবণ-পানি দ্বারা মালিশ করতে লাগলেন।^[১৫]

কোনো কোনো বর্ণনায় শুধু সূরা ফালাক এবং সূরা নাসের কথা আছে। আর কোনোটায় তা উল্লেখিত হয়েছে এভাবে—পানিতে লবণ গুলিয়ে ওই জায়গায় ঢালছিলেন এবং চার কুল তথা সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ছিলেন।

আরেকটি হাদীস—

قَالَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ عَنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ ثُمَّ أَخَذَ ثُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّ عَلَيْهِ

অর্থ : সাবিত ইবনু কাইস ইবনু শামমাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি একবার অসুস্থ ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে আসেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআটি পড়লেন,

اَكْشِفِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ

হে মানুষের প্রভু, রোগমুক্ত করুন।

এরপর একটি পাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাত্বহানের^[১৬] এক মুঠো মাটি রাখলেন, এরপর সেখানে পানি ঢাললেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর ওই পানি তার (সাবিত رضي الله عنه-এর) ওপর ঢেলে দেয়া হলো।^[১৭]

উল্লেখ্য, এই হাদীসের সনদকে একদল মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন; কেননা, সনদে ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত রয়েছে। কিন্তু ইবনু হাজার رحمته الله তাকে মাকবুল

[১৫] আল-মুজামুল আওসাত : ৫৮৮৬। বর্ণনাটির সনদ হাসান পর্যায়ের।

[১৬] বাত্বহান মদীনার একটি উপত্যকার নাম। এক হাদীসে এসেছে, বাত্বহান জাম্মাতের প্রণালীসমূহের মধ্যে একটি প্রণালীতে অবস্থিত (সিলসিলাতুস সহিহাহ : ২/৪১১)। বাত্বহানের মাটির যে আলাদা উপকারিতা আছে, তা এখান থেকেও বুঝে আসে।—সম্পাদক।

[১৭] আবু দাউদ : ৩৮৮৫।

বা গ্রহণীয় বলেছেন। এ ছাড়াও এর বিপরীত কোনো বক্তব্য অন্য কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং অন্য অনেক হাদীস এর সমর্থন করে—যেমন, পরবর্তী হাদীসে উল্লেখিত পদ্ধতিটিই লক্ষণীয়। সব মিলিয়ে এটা দলিল হিসেবে উল্লেখযোগ্য ও আমলযোগ্য। আরবের শাইখ বিন বায رحمته রুকইয়ার গোসল এবং পানিপান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দলিল হিসেবে এই হাদীসটাই উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়া এখানে মূলত ওযুধ এবং রুকইয়ার মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। আর এ দুটো স্বতন্ত্রভাবে সুন্নত। এ বিষয়ে পরের হাদীসটিও লক্ষণীয়।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانَ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سَفْيَانُ سَبَابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللَّهِ تَرْبَةً أَرْضًا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِأَذِنِ رَبِّنَا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ يُشْفَى وَقَالَ زُهَيْرٌ لِيُشْفَى سَقِيمُنَا

অর্থ : আয়িশা رحمته বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, মানুষ কোনো অসুস্থতা, ফোঁড়া কিংবা জখমের ব্যাপারে তাঁর কাছে বললে তিনি তাঁর আঙুলে (থুতু নিয়ে মাটিতে লাগিয়ে) এভাবে দুআ পড়তেন—

بِاسْمِ اللَّهِ تَرْبَةً أَرْضًا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِأَذِنِ رَبِّنَا

‘আল্লাহর নামে, আমাদের জমিনের মাটি আমাদের কারও লালার সাথে মিলিয়ে আমাদের প্রতিপালকের হুকুমে তা দিয়ে আমাদের রোগীর আরোগ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে (ব্যবহার করছি)।’

(কথাটা বোঝাবার জন্য) হাদীসটির বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা رحمته তাঁর শাহাদত আঙুল মাটিতে লাগাতেন, এরপর তুলে নিতেন। ইবনু আবি শাইবা رحمته—এর সূত্রে رحمته এর স্থলে رحمته বর্ণিত হয়েছে।^[১৮]

৭. তিলাওয়াত করার পর থুতু দেয়া, অথবা হাতে থুতু নিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগানো।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : ” أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ،

فَاسْتَصَافُوهُمْ ، فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمْ ، فُلِدِعَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ ، فَأَتَوْهُمْ ، فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِعٌ ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ ، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُصَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا ، فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتَّقِلُ وَيَفْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، حَتَّى لَكَأَنَّهَا نَسِيطٌ مِنْ عِقَالٍ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلْبَةٌ ، قَالَ : فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ائْسِمُوا ، فَقَالَ الَّذِي رَفَى : لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ ، فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا ، فَفَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ ، فَقَالَ : وَمَا “ يُذْرِيكَ أَنَّهَا رَقِيَّةٌ أَصَبْتُمْ ائْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবি এক সফরে ছিলেন। একপর্যায়ে তাঁরা একটি আরব গোত্রের নিকট স্বল্পকালীন অবস্থান করেন এবং তাদের কাছে মেহমান হতে চান; কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনাক্রমে সেই গোত্রের সর্দারকে সাপ দংশন করে। তারা তাকে সুস্থ করার জন্য সব রকম চেষ্টা-চিকিৎসা করে; কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছিল না। তখন তাদের একজন বলল, ‘যারা তোমাদের কাছে এসেছিল, তোমরা যদি ওই দলের কাছে যেতে, তাহলে হয়তো ভালো হতো। হয়তো তাদের কাছে কিছু থাকবে।’ তখন তারা এসে বলল, ‘হে দলের লোকেরা, আমাদের সর্দার দংশিত হয়েছেন। আমরা তার জন্য সব রকমের চেষ্টা করেছি; কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তোমাদের কারও নিকট কি কিছু আছে?’ কাফেলার একজন বললেন, ‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি ঝাড়ফুঁক জানি। তবে আমরা তোমাদের নিকট মেহমান হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারি করোনি। তাই আল্লাহর কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঝাড়ফুঁক করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবো।’ তখন তারা বিনিময়স্বরূপ একপাল বকরি দিতে সম্মত হলো। তারপর সেই সাহাবি সেখানে গেলেন এবং সূরা ফাতিহা পড়ে থুতু দিতে থাকলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি এমন সুস্থ হলো, যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হলো। সে এমনভাবে চলাফেরা করতে লাগল, যেন তার কোনো রোগই নেই।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা যে পারিশ্রমিক ঠিক করেছিল—তা পরিশোধ করল। এরপর সাহাবীদের মধ্যে একজন বললেন, ‘এগুলো বণ্টন করে দাও।’ তখন যিনি ঝাড়ফুক করেছিলেন, তিনি বললেন, ‘যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে এই ঘটনা জানাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা বণ্টন করব না।’ তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, ‘তুমি কী করে জানলে যে, এটা (সূরা ফাতিহা) একটা রুকইয়াহ? তোমরা ঠিকই করেছো। তোমরা এগুলো বণ্টন করে নাও এবং সাথে আমার জন্যও এক ভাগ রেখো।’^[১৯]

عَنْ حَارِجَةَ بِنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيَّةِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّا أَنْبِئْنَا
أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقِيَّةٍ
فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهُا فِي الْقَيْودِ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَجَاءُوا بِمَعْتُوهِ فِي
الْقَيْودِ قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا
خَمَمْتُهَا أَجْمَعُ بَرَأْفِي ثُمَّ أَنْتَلُّ فَكَأَنَّهَا نَشَطٌ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَأَعْطُونِي
جُعْلًا فَقُلْتُ لَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّ
فَلَعْمَرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقِيَّةٍ حَقٍّ

অর্থ : খারিজা ইবনু সালত তামিমি رضي الله عنه থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ফেরার পথে আরবের একটি জনপদে পৌঁছলাম। তারা বলল, ‘আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, আপনারা এ ব্যক্তি (নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর কাছ থেকে কল্যাণকর কিছু নিয়ে এসেছেন। আপনাদের কারণে কোনো ওষুধ বা ঝাড়ফুকের কিছু জানা আছে কি? কারণ, আমাদের নিকট একটি পাগল আছে, যাকে আমরা বেঁধে রেখেছি।’ আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তখন তারা বাঁধা অবস্থায় এক পাগলকে নিয়ে এল। আমি তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা তার ওপর সূরা ফাতিহা পড়লাম। প্রতিবার পড়া শেষে থুতু ছিটিয়ে দিলাম। তাতে সে (এমনভাবে সুস্থ হলো) যেন বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করল। এরপর তারা আমাকে কিছু বিনিময় দিলো। আমি বললাম, ‘না; আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার আগে এটা গ্রহণ করতে পারি না।’ এই ঘটনা শুনে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘এগুলো তুমি খেতে পারো। আমার জীবনের

শপথ, লোকজন তো বাতিল ঝাড়ফুক দিয়ে রোজগার করে। আর তুমি হক রুকইয়াহ দ্বারা রোজগার করেছো।^[২০]

৮. একাধিক পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় করা এবং পরপর কয়েকদিন রুকইয়াহ করা।

ওপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহ অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার কোনোটিয় ফুঁ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, কোনোটিয় থুতু দেয়ার কথা বা থুতু ছিটানোর কথা এসেছে, কোনোটিয় আবার থুতু নিয়ে সাপে কাটার স্থানে লাগানো এবং বারবার হাত বোলানোর কথা এসেছে। অন্য বর্ণনায় উক্ত সাহাবিদের কর্তৃক সাত বার সূরা ফাতিহা পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। সবগুলো সূত্র একত্র করলে বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেবলম রুকইয়ার একাধিক পদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাই রুকইয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য আমরাও একসাথে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলিমরা ওপরের দুটো পদ্ধতি (ফুঁ দেয়া এবং থুতু দেয়া)—এর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেন—এমনভাবে ফুঁ দেয়া, যেন সাথে হালকা থুতুও বেরিয়ে আসে। এটা রুকইয়ার পর শুধু ফুঁ দেয়ার চাইতে অধিক উপকারী। এরপর আবার পানিতে ফুঁ দিয়ে ব্যবহার করতে বলা যায়।

আর হ্যাঁ, ফুঁ-এর সাথে থুতু বেরিয়ে আসা মানে একদলা থুতু বের করা নয়; বরং জিহ্বা ভিজিয়ে নিয়ে একটু জোরে ফুঁ দেয়া, যাতে স্প্রের মতো সামান্য থুতু বেরিয়ে আসে। যেমনটা এই গ্রন্থের ওয়াসওয়াসার অধ্যায়ে বলা হয়েছে, নামাজের মাঝে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিলে বামে তিন বার থুতু ফেলা।^[২১] কিন্তু কেউ যদি মসজিদে অবস্থানরত হয়, তখন সে নিশ্চয়ই একদলা থুতু ফেলবে না। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

রুকইয়াহ স্প্রিমেন্টারি

এ পর্যায়ে আমরা কিছু ওষুধ বা ঔষধি গুণসম্পন্ন ও বরকতময় খাদ্য, বস্ত্র, লতা-পাতা ইত্যাদির সাথে পরিচিত হব—যা রুকইয়ার সাথে ব্যবহৃত হয়। তবে খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে, এগুলো রুকইয়াহ না; বরং রুকইয়ার সম্পূরক বা কার্যকারিতা বর্ধক বস্ত্র। মূল রুকইয়াহ হচ্ছে সেসব কাজ—যা আমরা একটু আগে বর্ণনা করলাম। আর মনে রাখা উচিত, রুকইয়ার সাথে এসব ব্যবহার করতেই হবে—এমন নয়।

[২০] আবু দাউদ : ৩৪২০।

[২১] মুসলিম : ৪০৮০।

বরং যদি এর কোনোটা সহজলভ্য হয় এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে আপনার জানা থাকে, তখন চাইলে রুকইয়ার সাপ্লিমেন্ট^[২২] হিসেবে এসব ব্যবহার করতে পারেন।

পানি অথবা অন্য কোনো বস্তু রুকইয়ার উপযোগী হিসেবে প্রস্তুত করার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

১. তিলাওয়াত করে ফুঁ দেয়া।
২. তিলাওয়াত করে হালকা থুতু ছিটানো।
৩. তিলাওয়াত করে সামান্য থুতু-সহ ফুঁ দেয়া।
৪. পাত্রের কাছে মুখ নিয়ে স্বশব্দে তিলাওয়াত করা, যাতে পড়ার আওয়াজ পানি বা ওই বস্তুটিতে পৌঁছে।
৫. পানিতে হাত বা আঙুল রেখে তিলাওয়াত করা।

প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি এসবের মাঝে যেকোনো পদ্ধতি অনুসরণ করে সাপ্লিমেন্ট প্রস্তুত করতে পারেন। এ ছাড়া পূর্বে প্রস্তুতকৃত পানি অন্য পানির সাথে মিশিয়েও ব্যবহার করতে পারেন, সে ক্ষেত্রে হয়তো উপকারিতা কিছুটা কমে আসবে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এসব পানি, তেল ইত্যাদি সাপ্লিমেন্ট প্রস্তুত করার পর দীর্ঘদিন রেখে দেয়া উচিত না। যত তাড়াতাড়ি ব্যবহার করা যায়, ততই ভালো। এ ছাড়া এক বার দুআ-পড়া বস্তুতে চাইলে পুনরায় দুআ পড়া যাবে, কিংবা প্রয়োজনে দৈনন্দিনের সাধারণ কাজেও এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা যাবে। এতে সমস্যা নেই।

যা হোক, আমরা এবার মূল আলোচনায় প্রবেশ করি।

১. রুকইয়ার পানি

ক. পানির মাঝে সবচেয়ে উত্তম হলো যমযমের পানি। যমযমের পানিতে শিফা রয়েছে; ওপরন্তু এর ওপর রুকইয়ার আয়াত পড়া হলে তার উপকারিতা বেড়ে যায় আরও বহুগুণ।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خَيْرُ مَاءٍ ، عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءٌ زَمَزِمٌ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطَّعْمِ ، وَشِفَاءٌ مِنَ السُّمِّمِ

[২২] সহযোগী পথ্য। চিকিৎসার গতি বাড়াতে, ঔষধের উপকারিতা বাড়াতে যা ব্যবহার করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘পৃথিবীর বৃকে সর্বোত্তম পানি হচ্ছে যমযমের পানি, যা-তে রয়েছে ক্ষুধার্তের জন্য খাদ্য এবং অসুস্থতা থেকে আরোগ্য।’^[২৩]

জাবির বিন আবদুল্লাহ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَاءٌ زَمَزَمٌ لِمَا شُرِبَ لَهُ

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে, তা তার জন্যই (কার্যকরী হবে)।’^[২৪]

খ. যমযমের পানির পর উত্তম হচ্ছে বৃষ্টির পানি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ الْحَصِيدِ سورة البقرة

‘আমি আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করি। আর তা দ্বারা বাগান ও ফসল উদ্গত করি—যা আহরণ করা হয়।’^[২৫]

এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনা লক্ষণীয় :

قَالَ أَنَسٌ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى

অর্থ : আনাস رضي الله عنه বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম, তখন বৃষ্টি নামল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাপড় প্রসারিত করলেন, যাতে সেটা পানি স্পর্শ করে। আমরা বললাম, ‘আপনি কেন এমন করলেন?’ তিনি বললেন, ‘কারণ এটা তার মহান রবের নিকট থেকে এখনই এসেছে।’^[২৬]

গ. এই দুটোর কোনোটি না পেলে সাধারণ পানি হলেও চলবে। কিংবা বরকতের জন্য চাইলে সাধারণ পানির সাথে যমযমের বা বৃষ্টির পানি মেশানো যেতে পারে।

[২৩] আল-মুজামুল আওসাত : ৮১২৫। সনদ সহিহ।

[২৪] ইবনু মাজাহ : ৩০৬২।

[২৫] সূরা কাফ, আয়াত : ৯।

[২৬] মুসলিম : ৮৯৮।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসার জন্য সাধারণ পানিও ব্যবহার করেছেন। (পূর্বের অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

ব্যবহার : রুকইয়ার পানি সাধারণত পান করার জন্য এবং গোসলে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া রুকইয়াহ চলাকালে রোগীর ওপর ছিটিয়ে দেয়া হয়। বাড়িতে জিনের সমস্যা থাকলে ছিটানো হয়। তাবিজ বা জাদুর কিছু পাওয়া গেলে সেটাকে রুকইয়ার পানিতে ডুবিয়ে নষ্ট করা হয়।^[২৭]

২. হিজামা (কাপিং থেরাপি)

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَهُ مَوْلِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ

অর্থ : আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তাঁকে হিজামার পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজামা করিয়েছেন। আবু তায়বা رضي الله عنه তাঁর হিজামা করেন। এরপর তিনি তাকে দুই সা'^[২৮] খাদ্যবস্তু প্রদান করেন। সে তার মালিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে (রাসূল ﷺ-এর খাতিরে) মজুরির পরিমাণ লাঘব করে দেয়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, ‘তোমরা যেসব জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করো, সেসবের মাঝে সবচেয়ে উত্তম হলো হিজামা এবং সামুদ্রিক কস্টাস।’^[২৯]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي بِمَالٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، إِلَّا كَلَّمْتُهُمْ ، يَقُولُ لِي : عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ

অর্থ : ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘মিরাজের রাতে আমি ফেরেশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেছি, তাদের সকলে আমাকে বলেছেন, “হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি অবশ্যই হিজামা করবেন।”’^[৩০]

[২৭] রুকইয়ার পানি বিষয়ে আরও জানতে দেখুন : <https://ruqyahbd.org/blog/৩৬৪>

[২৮] এক সা' হলো ৩ কেজি ১৮৪.২৭২ গ্রাম সমপরিমাণ।

[২৯] বুখারি : ৫৩৭১।

[৩০] ইবনু মাজাহ : ৩৪৭৬।

ব্যবহার : রুকইয়ার পাশাপাশি হিজামা করানোর উপকারিতা অতুলনীয়। বিশেষত জাদু বা বদনজর আক্রান্ত হওয়ার কারণে কেউ যদি অসুস্থ হয়, কিংবা অন্যান্য শারীরিক সমস্যা থাকে, তাহলে রুকইয়ার সাথে হিজামা খুবই ফলপ্রসূ। অনেকের ক্ষেত্রে হিজামা করানোর পরেই পূর্ণ সুস্থতা লাভ হয়। যদি জিন বা জাদুর কারণে শরীরের নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গে সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে সেখানে হিজামা করা উপকারী হবে। এ ছাড়া হিজামার যে প্রসিদ্ধ পয়েন্টগুলো আছে, সেগুলোতেও করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, হিজামা একটি আরবি শব্দ, বাংলায় যাকে শিঙা লাগানো বলে। আজকাল শিঙার পরিবর্তে কাপের মাধ্যমেও হিজামা করা হয়। একে হিজামা থেরাপি বা কাপিং থেরাপি বলে।

৩. মধু

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

‘তার (সৌমাছির) পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়, যা-তে মানুষের জন্য রয়েছে শিফা।’^[৩১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ غَسَلًا ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اسْقِهِ غَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ اسْقِهِ غَسَلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَحِيكَ اسْقِهِ غَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ

অর্থ : আবু সাঈদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, ‘আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে।’ তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তাকে মধু পান করাও।’ এরপর দ্বিতীয়বার লোকটি আসলে তিনি বললেন, ‘তাকে মধু পান করাও।’ সে তৃতীয়বার আসলে তিনি বললেন, ‘তাকে মধু পান করাও।’ এরপর লোকটি পুনরায় এসে বলল, ‘আমি অনুরূপই করেছি (অন্য বর্ণনায় আছে : আমি অনুরূপই করেছি, কিন্তু সমস্যা তো বেড়ে যাচ্ছে)।’ তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ সত্য বলেছেন, আর তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে। তাকে মধু পান

করাও।’ সে তাকে আবার মধু পান করাল। তখন সে আরোগ্য লাভ করল।^[৩২]

ব্যবহার : মধু সাধারণত খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। কালোজিরা আর মধু একত্রে খাওয়া প্রসিদ্ধ। এ ছাড়াও হাদীসে পান করার কথা পাওয়া যায়, অর্থাৎ পানিতে মধু গুলিয়ে সেটা পান করা। এ ছাড়া বিভিন্ন ওষুধের সাথে মধু ব্যবহৃত হয়। কোথাও ক্ষত হলে বা কেটে গেলে এন্টিসেপ্টিক হিসেবেও মধু ব্যবহার করা হয়।

এই হাদীসে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়—তা হলো, মধু খাওয়ার পর প্রথমে সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে রুকইয়াহ করার সময়েও অনেকের সমস্যা বাড়তে পারে; তখন চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়া যাবে না, নিয়মমারফিক রুকইয়াহ করে যেতে হবে। আল্লাহর ইচ্ছায় একসময় আরোগ্য পাওয়া যাবে।

৪. কালোজিরা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ
السُّودَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامَ الْمَوْتُ

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদের জন্য এই কালোজিরার ব্যবহারকে আবশ্যিক করে নাও। কেননা, মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময় এর মধ্যে রয়েছে।’^[৩৩]

فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ
هَذِهِ الْحَبَّةَ السُّودَاءَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامِ

অর্থ : আয়িশা رضي الله عنها বর্ণনা করেছেন, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, ‘এই কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ওষুধ।’^[৩৪]

ব্যবহার : রুকইয়ার পাশাপাশি কালোজিরা সাধারণত মধুর সাথে খাওয়া হয়, শুধু কালোজিরাও চিবিয়ে বা পিষে খাওয়া হয়। এ ছাড়া কালোজিরার তেল মাথায় এবং শরীরে ব্যবহার করা হয়।

[৩২] বুখারি : ৫৩৬০।

[৩৩] তিরমিধি : ২০৪১।

[৩৪] বুখারি : ৫৩৬৪।

৫. অলিভ অয়েল (যাইতুনের তেল)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يُؤْتِدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ^{৩৫}

‘...যেটি জ্বালানো হয়েছে বরকতময় যাইতুন গাছ থেকে—যা প্রাচ্যেরও নয়, পাশ্চাত্যেরও নয়।’^[৩৫]

এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি আমরা দেখতে পারি,

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتِ وَأَدِّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

অর্থ : আবু উসাইদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা যাইতুনের তেল খাও এবং সেটা শরীরে মালিশ করো। কেননা এটি বরকতময় গাছের তেল।’^[৩৬]

ব্যবহার : রুকইয়ার সাথে অলিভ অয়েল সাধারণত শরীরে এবং মাথায় মাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া তেলের মধ্যে রুকইয়াহ করে রান্নাবাড়ায় ব্যবহার করা যায়। ফিলিস্তিনের এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল হলে সবচেয়ে ভালো। নইলে শরীরে ব্যবহারের উপযোগী ভালো মানের যেকোনো অলিভ অয়েলই চলতে পারে। এমনকি যদি অলিভ অয়েল না পাওয়া যায়, অন্য তেলও ব্যবহার করা যাবে।

৬. খেজুর

سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ

অর্থ : সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সকালবেলায় সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন তাকে কোনো বিষ বা জাদু ক্ষতি করবে না।’^[৩৭]

[৩৫] সূরা নূর, আয়াত : ৩৫।

[৩৬] তিরমিধি : ১৮৫২।

[৩৭] বুখারি : ৫৪৩৬।

এ বিষয়ে আরেকটি হাদীস হলো,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي عَجْوَةِ
الْعَالِيَةِ شِفَاءً أَوْ إِنَّهَا تَزِيأُقْ أَوَّْلِ الْبُكْرَةِ

অর্থ : আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘মদীনার উঁচু ভূমির অঞ্চলের আজওয়া খেজুরে আরোগ্য রয়েছে। (অথবা) প্রতিদিন সকালে এর আহার বিষনাশক (হিসেবে কাজ করে)।’^[৩৮]

ব্যবহার : সিহরের অর্থাৎ জাদুর রুকইয়ার পর রোগীকে আজওয়া খেজুর খেতে পরামর্শ দেয়া হয়। অনেক রাকী নিজের কাছে আজওয়া খেজুর রাখেন এবং রুকইয়ার পূর্বেই রোগীকে খেতে বলেন। এমনিতেই আজওয়া খেজুর উপকারী, এরপর যদি এতে রুকইয়ার আয়াত পড়ে নেয়া হয়, তাহলে এর উপকারিতা বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে উল্লেখ্য বিষয় হলো, আজওয়া খেজুর-সংক্রান্ত সব রকম হাদীস বিবেচনার পর আলিমদের মত হচ্ছে, সর্বোত্তম হলো মদীনার উঁচু অঞ্চলের আজওয়া খেজুর, এরপর মদীনার অন্য আজওয়া খেজুর, এরপর অন্যান্য এলাকার আজওয়া খেজুর। তারপর মদীনার অন্য খেজুর, শেষ বিকল্প হিসেবে উন্নতমানের যেকোনো খেজুর উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। আর কেউ ৭টা আজওয়া না খেতে পারলে, কম খেলে কম উপকার পাওয়া যাবে। তাই যতটুকু সম্ভব খাওয়া উচিত।

৭. বরই পাতা অথবা কর্পূর পাতা

বরই পাতা না পেলে তখন কর্পূর বা কর্পূর পাতা ব্যবহার করা হয়।

عَنْ عَائِشَةَ ، ” أَنَّ أَسْمَاءَ ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
، غُسْلِ الْمَجِيْضِ ؟ فَقَالَ : تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا

অর্থ : আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমা رضي الله عنها রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে কিভাবে গোসল করবে?’ তিনি বললেন, ‘সে গোসলে বরই পাতা মিশ্রিত পানি ব্যবহার করবে।’^[৩৯]

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

[৩৮] মুসলিম : ৩৮১৫।

[৩৯] মুসলিম : ৫০৫।

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤْفِيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ حَمْسًا
أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا
أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ

অর্থ : উম্মু আতিয়া আনসারি ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যাইনাব ﷺ ইস্তিকাল করলে তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন, ‘তোমরা তাকে তিন বার বা পাঁচ বার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিক বার বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষ বারে কর্পূর (কিংবা বলেছেন : অল্প কিছু কর্পূর) ব্যবহার করবে।’^[৪০]

ব্যবহার : বরই পাতা সাধারণত জাদুর চিকিৎসার জন্য রুকইয়ার গোসলে ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ নিয়ম হচ্ছে, ৭টি বরই পাতা বেটে পানিতে মিশ্রিত করবে, আর আয়াতুল কুরসি এবং সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস ৩ বার করে পড়ে পানিতে ফুঁ দিতে থাকবে। এরপর এই পানি থেকে কিছুটা খাবে এবং গোসল করবে। এভাবে কিছুদিন করলে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে। এ ছাড়া এক-দুইটা পাতা বেটে বা পাতার গুড়া পানিতে গুলিয়ে তাতে দুআ পড়ে সুস্থতার নিয়তে পান করা যায়। বরই পাতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাজা সবুজ পাতা ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভালো; কিন্তু যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ফ্রিজে রেখে রেখে বা শুকনো পাতাও ব্যবহার করা যাবে।

৮. সোনাপাতা

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِمِ
تَسْتَمَشِينَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمَشَيْتُ بِالسَّنَا
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ
لَكَانَ فِي السَّنَا

অর্থ : আসমা বিনতু উমাইস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি রেচক (laxative) হিসেবে কী ব্যবহার করো?’ আমি বললাম, শুবরুম (হোলার মতো একপ্রকার দানা)। তিনি বলেন, ‘তা তো খুব গরম।’ এরপর আমি সোনামুখী গাছের পাতার রেচক নিলাম (অর্থাৎ নেয়ার কথা বললাম)। তখন তিনি বললেন, ‘কোনো ওষুধ যদি মৃত্যু

থেকে নিরাময় দিতে পারত, তবে তা হতো সোনা মুখী।^[৪১]

ব্যবহার : সোনাপাতার সিরাপ বা ট্যাবলেট একবার খেলে সাধারণত এক থেকে দুই দিন পর্যন্ত ডায়রিয়া থাকে, যার মাধ্যমে পেটে জাদুর কিছু থাকলে বের হয়ে যায়। জাদুর চিকিৎসায় ইয়েমেনে এই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। আর এখন ইউনানি চিকিৎসালয়েও senna ট্যাবলেট পাওয়া যায়। তবে এর বিকল্প হিসেবে অন্যান্য laxative মেডিসিনও রয়েছে, যা ফার্মেসিতে পাওয়া যাবে।

তবে পূর্বধারণা না থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কোনো রোচকই গ্রহণ করা উচিত হবে না। আর অবশ্যই সতর্ক থাকবেন, যেন এটা অতিরিক্ত না খাওয়া হয়। বিশেষত যদি কিডনির সমস্যা, হৃদরোগ বা প্রেগনেন্সি থাকে, তাহলে আগে অবশ্যই কোনো দ্বীনদার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে নেবেন।

সিহরের চিকিৎসায় যদি ল্যাক্সেটিভ বা রোচক ব্যবহার করেন, তাহলে কয়েকবার সিহরের আয়াতগুলো (অর্থাৎ সূরা আরাফ : ১১৭-১২২, সূরা ইউনুস : ৮১-৮২, সূরা ত্বহা : ৬৯) এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে এর ওপর ফুঁ দেবেন, এরপর এটি নিয়ম অনুযায়ী সেবন করবেন। যেমন : সোনাপাতা রাতে পানিতে ভিজিয়ে সকালে পান করা যায়, অথবা এক বা হাফ চা-চামচ সোনাপাতার গুড়া গরম পানিতে মিশিয়ে চায়ের মতো খাওয়া যায়। অথবা অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিয়ে সেই অনুযায়ী। আরেকটি বিষয়, যতক্ষণ এর প্রভাব থাকবে, সে পর্যন্ত বেশি পানি পান করবেন।

৯. ভারতীয়/সামুদ্রিক কস্টাস

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ يُسْتَعَطُّ بِهِ مِنَ الْغُدْرَةِ وَيُدُّ بِهِ مِنَ ذَاتِ الْجَنْبِ

অর্থ : উম্মু কায়স বিনতু মিসান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘তোমরা ভারতীয় কস্টাসের ব্যবহার আবশ্যিক করে নাও। কেননা তার মাঝে সাত ধরনের শিফা রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথায় এটা নাক দিয়ে (ড্রপ হিসেবে) নেয়া যায়, নিউমোনিয়া দূর করার জন্যও তা সেবন করা যায়।^[৪২]

[৪১] তিরমিযি : ২০৮১। সনদ হাসান।

[৪২] বুখারি : ৫৩৬৮।

ব্যবহার : রুকইয়ার সাথে দুইভাবে কস্টাস ব্যবহৃত হয়। প্রথমত জিনের রোগীর রুকইয়ার সময় অলিভ অয়েল এবং কস্টাস পাউডার একত্র করে ড্রপ হিসেবে নাকে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমে এর ওপর কিছু রুকইয়ার আয়াত এবং আয়াতুল হারক পড়তে হয়। দ্বিতীয়ত গরম পানি বা দুধের মধ্যে গুলিয়ে খাওয়া হয়। অথবা অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশিয়ে ওষুধ বানানো হয়। সামুদ্রিক কস্টাস এবং ভারতীয় কস্টাসের মাঝে দ্বিতীয়টি বেশি প্রসিদ্ধ।

১০. রুকইয়ার অডিও

সাধারণত রুকইয়ার অডিও বা ‘অডিও রুকইয়াহ’ বলতে সেসব রেকর্ডিংকে বোঝানো হয়, যা-তে সাধারণভাবে ব্যবহৃত রুকইয়ার আয়াত এবং দুআ থাকে।

তবে ব্যাপারটা এমন না যে, আমরা মুসলিমরাই শুধু শারঈ রুকইয়ার অডিও শুনি; বরং অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও এক্সোর্সিজম^[৪০]-এর অডিও ব্যবহার করে।

যেমন, বিখ্যাত একটি কমিকসে একজনকে অডিও টেপ দিয়ে সেলফ-এক্সোর্সিজম করতে দেখা যায়, কিন্তু শক্তপোক্ত জিনের সমস্যা বিধায় সেলফ ট্রিটমেন্ট যথেষ্ট হয় না; বরং সরাসরি ঝাড়ফুঁকের দরকার হয়। এটা খ্রিষ্টানদের গল্প। এ ছাড়া অনেকে ইউটিউব থেকে রুকইয়াহ শোনে, ইউটিউবেও বহু কিসিমের রুকইয়াহ দেখা যায়। মুসলিমদের রুকইয়াহ যেমন আছে, শিয়াধর্মানুসারী বা বিদআতিদের শিরকি রুকইয়াহও ভুরি ভুরি আছে। আবার অর্থ উপার্জনের জন্য প্রস্তুতকৃত আকর্ষণীয় শিরোনামের অনর্থক অডিওর অভাব নেই। অধিকাংশ মানুষ যেহেতু এত সব পার্থক্য বোঝে না, তাই আমরা কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ব্যতীত ইউটিউব থেকে ইচ্ছেমতো রুকইয়াহ শোনার ব্যাপারে কঠোরভাবে মানা করে থাকি।

রুকইয়ার অডিও নিয়ে জিজ্ঞাসিত কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

১০.১. রুকইয়ার জন্য রুকইয়ার অডিও শোনাই কি যথেষ্ট?

উত্তর : না, কেউ যদি নিজে তিলাওয়াত করতে পারে, তাহলে অডিও না শুনে নিজে পড়াটাই উত্তম। তিলাওয়াত করলে শোনার চেয়ে অনেক বেশি উপকার হয়। অডিও হচ্ছে রুকইয়ার একটা সাপ্লিমেন্ট মাত্র; এটাই সব নয়। বরং পাগলের মতো শুধু অডিও শুনে থাকলে ফায়দা কম এবং কষ্ট অনেক বেশি হয়।

১০.২. তাহলে রুকইয়াহ অডিও কেন দরকার?

[৪০] ঝাড়ফুঁক, জিন তাড়ানো, মন্ত্র/ধর্মগ্রন্থপাঠের মাধ্যমে চিকিৎসা।